এবার কুবির নৃবিজ্ঞান বিভাগে নবীন শিক্ষার্থীদের র‍্যাগিং

কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিনিধি

কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ে (কুবি) এবার নৃবিজ্ঞান বিভাগের ২০২৪-২৫ শিক্ষাবর্ষের নবীন শিক্ষার্থীদের র‍্যাগিংয়ের অভিযোগ উঠেছে একই বিভাগের ২০২৩-২৪ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থীদের বিরুদ্ধে।

ভুক্তভোগী দাবি করা কয়েকজনের অভিযোগ, গত ১ জুলাই ওরিয়েন্টেশনের দিন থেকেই তাদেরকে র‍্যাগিংয়ের শিকার হতে হয়েছে। তাদেরকে অশ্লীল ভাষায় গালাগালসহ চলে মানসিক নির্যাতন।

পরিচয়পর্ব শেখানোর নামে শুরুর দিন থেকে তাদের বেঞ্চের ওপর দাঁড় করিয়ে নির্যাতন চালানো হয়েছে, বাধ্য করা হয়েছে সিগারেট খেতে।

২০২৩-২৪ বর্ষের শিক্ষার্থীদের এমন আচরণে শ্রেণিকক্ষে কান্নাকাটি করেন কয়েকজন ছাত্রী। এরইমধ্যে একজন ভুক্তভোগী বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়ার সিদ্ধান্তও নিয়েছেন এমন একটি স্ক্রিনশট সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে।

অভিযোগকারী কয়েকজনের কাছ থেকে পাওয়া তথ্য অনুযায়ী, অভিযুক্তরা হলেন ওলিউল্ল্যাহ, তিশা, মুনতাসীর, অরবিন্দু সরকার, রাফি প্রমুখ।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক শিক্ষার্থী বলেন, ‘প্রথম দিন থেকেই দরজা আটকে পরিচয় পর্বের নামে নির্যাতন করা হয়।

শ্রেণিকক্ষে অনেক বাজে ব্যবহার করে, তুই-তুকারি করে। একটা মেয়ে কান্নাও করে। পরের দিন বিকেল ৪টায় ডেকে ভীষণ অপমান করা হয়। আমাকে সিগারেট খাওয়ার কথা বলে, সিনিয়র আপুকে প্রপোজ করতে বলে।

’ তিনি বলেন, ‘বৃহস্পতিবার (৩ জুলাই) আমাকে তালতলায় (বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দূরে একটি স্থান) নিয়ে যায়। সেখানে অলিউল্যাহ আর অরবিন্দু আমাকে র‍্যাগ দেয়। আমি শারীরিকভাবে খুবই অসুস্থ

হয়ে পড়েছি, জ্বর উঠে গিয়েছিল আমার।'

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক আরেক শিক্ষার্থী বলেন, 'ওরিয়েন্টেশনের দিন স্যাররা যাওয়ার পর সিনিয়ররা দরজা বন্ধ করে আমাদের পরিচয় পর্বের নামে মানসিক নির্যাতন করেন। গালাগালি করেন।

একজন প্রতিবাদ করলে তাকে মার্ক করে রাখেন। ওকে আগেরদিনই ইন্ডিকেট করে রেখেছিল। সিনিয়র ভাইয়েরা রুমে এসে বেঞ্চের ওপর দাঁড় করিয়ে রেখেছিল।' তিনি বলেন, "একটা আপু ছিল তিশা আপু ইমিডিয়েট সিনিয়র, এসে বলেছে 'আই কনট্যাক্ট কর'। ও একটু হুজুর টাইপের, ও আই কনট্যাক্ট করে নাই। এ জন্য ওকে অশ্রাব্য ভাষায় গালি দিছে।" তিনি আরো বলেন, 'সিনিয়ররা তালতলা মোড়ে ওদের রাত ১টা পর্যন্ত আটকে রেখে বকাঝকা করেছে। পরেরদিন ৪টার দিকে হলে ডেকে নিয়ে বকাবকি করেছে। ওর সঙ্গে আমাদের মারুফ, রাকিব ছিল।'

অভিযুক্তদের একজন ওলিউল্ল্যাহর সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি অভিযোগ অস্বীকার করে বলেন, 'এমন কিছু ঘটেনি, আমরা কিছু করিনি। এসব মিথ্যা অভিযোগ, ভিত্তিহীন।'

অভিযুক্ত অরবিন্দু সরকারও অস্বীকার করে বলেন, 'ওইদিন র‍্যাগিংয়ের কোনো ঘটনা ঘটেনি। আমরা শুধু তাদের সঙ্গে পরিচিত হয়েছি। রাতের আঁধারে তালতলায় নিয়ে যাওয়ার কোনো ঘটনা ঘটেনি, আমরা অলি ভাইয়ের দোকান পর্যন্ত গিয়েছিলাম।'

অভিযুক্ত তিশাকে একাধিকবার মুঠোফোনে কল দেওয়া হলেও তিনি তাতে সাড়া দেননি।

আরেক অভিযুক্ত মুনতাসির বলেন, ‘আমাদের ১৯ ব্যাচের (২০২৪-২৫ শিক্ষাবর্ষ) অরিয়েন্টেশন সম্পন্নের পর আমরা (২০২৩-২৪ বর্ষের শিক্ষার্থীরা) তাদের পরিচয় জিজ্ঞেস করার জন্য নিয়ে বসছিলাম। সেখানে ১৯ ব্যাচের একটি মেয়ে আমার ফ্রেন্ড তানজিনা আক্তারের (২০২৩-২৪ শিক্ষাবর্ষ) সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করে। পরে ও (তানজিনা) হয়তো কিছু একটা বলছিল, বলার পর ১৯ ব্যাচের মেয়েটি কান্না করে দিছিল। পরে আমি তার কাছে গিয়ে তাকে বুঝালাম। এরপর সমস্যাটি সমাধান হয়ে গেছে। বাকি অভিযোগের বিষয়ে আমি কিছু জানি না।’

এ ব্যাপারে নৃ-বিজ্ঞান বিভাগের বিভাগীয় প্রধান ও সহযোগী অধ্যাপক শামীমা নাসরিন বলেন, ‘র‍্যাগিংয়ের বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন যে ধরনের সিদ্ধান্ত নেবে, নৃবিজ্ঞান বিভাগ তার সঙ্গে থাকবে।’

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর অধ্যাপক ড. মো. আবদুল হাকিম বলেন, ‘বিষয়টি আমরা জেনেছি। আগামীকাল বিভাগীয় প্রধান এবং ছাত্র পরামর্শককে নিয়ে সভা ডাকা হয়েছে। সেখানে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।’

এর আগে মার্কেটিং বিভাগ এবং বাংলা বিভাগের নবীন শিক্ষার্থীদের র‍্যাগিংয়ের অভিযোগ ওঠে একই বিভাগের জ্যেষ্ঠ শিক্ষার্থীদের বিরুদ্ধে। এরই মধ্যে কমিটি তদন্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত মার্কেটিং বিভাগের অভিযুক্তদের সব ক্লাস-পরীক্ষা বন্ধের ঘোষণা দিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন।